দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 01 FEB 2015
পৃষ্ঠা - ১২ কলাম - ৮

মাস্টার্স পরীক্ষার সনদ জালিয়াতি ঠেকাতে সেন্টার ডাটাবেজ করবে ইউজিসি

স্টাফ রিপোর্টার : স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষার সনদ জালিয়াতি ঠেকাতে সেন্টার ডাটাবেজ তৈরি করবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফলের জন্য এই সেন্টার ডাটাবেজ তৈরির উদ্যাগ হাতে নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন সংস্থাটি চেয়ারম্যান ড. একে আজাদ চৌধুরী। গতকাল (শনিবার) বিষয়টির উপর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন ইউজিসির চেয়ারম্যান ড. একে আজাদ চৌধুরী। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী। গত বছর টিআইবি বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সনদ বাণিজ্য নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। সেখানে ৩০ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সার্টিফিকেট পাওয়া যায় এমন তথ্য দেয়। এই সনদ বাণিজ্যের সঙ্গে কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় লিপ্ত। বিষয়টিতে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে শিক্ষা মন্ত্রাণলয় ও ইউজিসি। এই অভিযোগ থেকে রেহাই পেতে এই উদ্যোগ হাতে নিল সংস্থাটি। বর্তমানে প্রাথমিক সমাপনী, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি), মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার্থীদের সনদ স্ব স্ব বোর্ডের ডাটাবেজে পাওয়া যায়। কিন্তু উচ্চ শিক্ষায় কেন্দ্রীয় কোন ডাটাবেজ নেই।

প্রস্তুতি সভায় সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) তথ্য তুলে ধরে মূল প্রবন্ধে ইউজিসির সদস্য আখতার হোসেন জানান, দেশের ৩৭টি পাবলিক ও ৮০টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে

ওয়েববেইজড সিস্টেমে মুহূর্তেই ধরা পড়বে নকল সনদ

প্রতিবছর ৫ লাখ গ্রাজুয়েট চাকরির জন্য আবেদন করেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় তথ্য ভাণ্ডার না থাকার কারণে সবার সনদ প্রকৃত কি না- তা নিশ্চিত হওয়া যায় না। ৫০০ থেকে আড়াই হাজার টাকায় নকল সনদ তৈরি করা যায়। এতে প্রকৃত সনদধারীরাও জটিলতায় পড়েন। কর্মসংস্থানের পাশাপাশি পদোন্নতি, ভাল বেতন, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সনদ জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া হয় বলে প্রবন্ধে জানানো হয়। একটি সেন্টার ওয়েববেইজড সিস্টেম তৈরি করলে কয়েক মুহূর্তেই নকল সনদ ধরা পড়বে। এতে চাকরি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সময় ও খরচ অপচয় রোধ করা সম্ভব। সেন্টার ডাটাবেজ তৈরিতে তথ্য জড়ো করা, ডাটা এন্ট্রির চ্যালেঞ্জ রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রশিক্ষণ প্রদানের সুপারিশ করেছি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নমেন্ট ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) থেকে নেয়া এ আইডিয়ায় অতিরিক্ত খরচ হবে না জানিয়ে গওহর রিজভী বলেন, এতে বরং বাড়তি নিরাপত্তা তৈরি হবে। যা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মান সমান নয় মন্তব্য করে বিশ্বায়নের যুগে গ্লোবাল ক্লাস এডুকেশন প্রয়োজন বলে মনে করেন গওহর রিজভী। কর্মশালায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউজিসি সদস্য আবুল হাশেম, সচিব মো. খালেদ। দিনব্যাপী কর্মশালায় সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিরা অংশ নেন।